আজকের কাগজ

তারিখ ... 21 JUL 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৬ ...

বর্ধিত ছাত্র বেতন ও ফি প্রত্যাহারের দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট পালিত

কাগজ প্রতিবেদক ঃ বর্ধিত ছাত্র বেতন, ফি প্রত্যাহার ও ছাত্র সমাজের ১০ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে গতকাল দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়েছে। ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে ক্লাস ও প্রশাসনিক কাজ-কর্ম বন্ধ ছিলো। কর্মসূচি চলাকালীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে মিছিল ও ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন- রুহুল কুদ্দুস বাবু, রাগীব আহসান মুন্না ও রাজেকুজ্জামান রতন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- রুহিন হোসেন প্রিন্স, বেলাল চৌধুরী, সাজ্জাদ, জহির চন্দন, আবদুল্লাহিল কাইয়ুম, আহাদ আহমেদ, ইসমাইল হোসেন ও আবুল কালাম আজাদ। নেতারা অবিলম্বে বর্ধিত ছাত্র বেতন ও ফি প্রত্যাহারের দাবি জানান। সমাবেশে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা

ছাত্রলীগ (ম-ই)-এর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় কলা ভবনের সামনে। এতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহিম, ইসহাক আলী খান পান্না, মাহবুবুল হক শাকিল, কেএইচএম লিজু ও আকতার হোসেন প্রমুখ। ছাত্রনেতা ইকবালুর রহিম বলেন, শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির নামে সরকার ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি করেছে। এটি বর্তমান সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতির ফল। তিনি অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধির সমালোচনা করে অবিলম্বে ছাত্রদের বর্ধিত বেতন প্রত্যাহারের দাবি জানান।

এছাড়াও যেসব ছাত্র সংগঠন মিছিল সমাবেশ করেছে তারা হলো-বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রী, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (বাসদ), সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ঐক্য ফোরাম, বিপ্লবী ছাত্র গণতান্ত্রিক ছাত্রলীগ, গণতান্ত্রিক ছাত্র কেন্দ্র ও বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন।

রাজশাহী সংবাদদাতা জানান, গতকাল শান্তিপূর্ণ ভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট হয়েছে। ধর্মঘট চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়নি, লাইব্রেরি, পরিবহন, এবং প্রশাসনিক ভবনও সম্পূর্ণ বন্ধ ছিলো। অন্যদিকে কোষাধ্যক্ষের নিয়োগ বাতিলের দাবিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির লাগাতার কর্ম বিরতির কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষক সমিতি সূত্রে জানা গেছে, মকবুল হোসেনের নিয়োগ বাতিল না হওয়া পর্যন্ত তাদের এ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

এদিকে লাগাতার হরতাল, ছাত্র ধর্মঘট এবং কর্মবিরতির ফলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই বাড়ি চলে যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অচলাবস্থা দূর করার চেষ্টা না করে, রাতারাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় প্রত্যেকটি হলে ডিস এন্টিনা লাগিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের এই অনির্ধারিত ছুটি এবং অখন্ড অবসর কাটানোর ব্যবস্থা করেছেন। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা হলে টিভি দেখে সময় কাটাচ্ছেন।

কেন্দ্রীয় পাঁচ দলের আহবায়ক আ ফ ম মাহবুবুল হক এক বিবৃতিতে দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট সফল করায় ছাত্র সমাজের প্রতি অভিনন্দন জানিয়েছেন। ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতারাও পৃথক পৃথক বিবৃতিতে ছাত্র ধর্মঘট সফল করায় অভিনন্দন জানান।